آيَاتُ التَّنْزِيلِ

তানযীল (অবতরণ)-এর আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ২৮টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

১ সূরা আল-ইসরা : ৮২

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

অর্থ

আমি কুরআনে এমন জিনিস নাজিল করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। আর তা জালিমদের শুধু ক্ষতিই বাড়ায়।

২ সূরা আল-ইসরা : ১০৬

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

অর্থ

আমি কুরআনকে ভাগ ভাগ করে নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের কাছে তা ধীরে ধীরে পড়ে শোনাতে পারো। আর আমি একে ধাপে ধাপে নাজিল করেছি।

৩ **সূরা ত্বা-হা : ৪**

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾

অর্থ

এটা তাঁর পক্ষ থেকে নাজিল করা, যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।

৪ **সূরা আল-ফুরকান : ২৫**

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾

অর্থ

যেদিন আকাশ মেঘসহ ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাদের দলে দলে নামিয়ে দেওয়া হবে।

৫ **সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২**

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾

অর্থ

নিশ্চয়ই এই কুরআন জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে নাজিল করা।

৬ **সূরা আস-সাজদা : ১–২**

الم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

অর্থ

আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাব জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে নাজিল করা, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৭ **সূরা ইয়াসিন : ১–৫**

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

অর্থ

ইয়া-সীন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম, নিশ্চয়ই তুমি রাসূলদের একজন, সরল পথের উপর আছ। (এই কুরআন) মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাজিল করা।

৮ **সূরা আয-যুমার : ১**

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

অর্থ

এই কিতাব নাজিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

৯ **সূরা গাফির : ১–২**

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾

অর্থ

হা-মীম। এই কিতাব নাজিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১০ **সূরা ফুসসিলাত : ১–২**

حم ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

অর্থ

হা-মীম। (এটা) পরম করুণাময়, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাজিল করা।

১১ **সূরা ফুসসিলাত : ৪২**

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

অর্থ

সামনে বা পেছন — কোনো দিক থেকেই এতে মিথ্যা প্রবেশ করতে পারে না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত (আল্লাহর) পক্ষ থেকে নাজিল করা।

১২ **সূরা আল-জাসিয়া : ১–২**

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

অর্থ

হা-মীম। এই কিতাব নাজিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১৩ **সূরা আল-আহকাফ : ১–২**

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

অর্থ

হা-মীম। এই কিতাব নাজিল হয়েছে মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১৪ **সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৮০**

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

অর্থ

(এটা) জগতসমূহের রবের পক্ষ থেকে নাজিল করা।

১৫ **সূরা আল-বাকারা : ৩৬**

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

অর্থ

কিন্তু শয়তান তাদের দুজনকে সেখান থেকে পদস্খলিত করল এবং তারা যে (সুখের) অবস্থায় ছিল তা থেকে বের করে দিল। আমি বললাম: “তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বসবাস ও ভোগের ব্যবস্থা রইল।”

১৬ **সূরা আল-বাকারা : ৩৮**

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

অর্থ

আমি বললাম: “তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যখন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত মেনে চলবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।”

১৭ সূরা আল-বাকারা : ৬১

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ
الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

﴿٦١﴾

অর্থ

স্মরণ করো, যখন তোমরা বলেছিলে: “হে মূসা! একই রকম খাবারে আমরা আর ধৈর্য রাখতে পারছি না। তাই তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো, যেন তিনি জমিতে যা জন্মায় — শাকসবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ — আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন।” মূসা বললেন: “তোমরা কি ভালো জিনিসের বদলে নিম্নমানের জিনিস নিতে চাও? তাহলে কোনো শহরে নেমে যাও, সেখানে তোমরা যা চেয়েছ তা পাবে।” আর তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেওয়া হলো, এবং তারা আল্লাহর ক্রোধে পড়ল। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলো অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত। আর এটা এজন্যও যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত।

১৮ **সূরা আল-আ'রাফ : ১৩**

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

অর্থ

আল্লাহ (শয়তানকে) বললেন: “এখান থেকে নেমে যাও। এখানে অহংকার করার কোনো অধিকার তোমার নেই। সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিতদের একজন।”

১৯ **সূরা আল-আ'রাফ : ২৪**

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

অর্থ

আল্লাহ বললেন: “তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের বসবাস ও ভোগের ব্যবস্থা রইল।”

২০ **সূরা হুদ : ৪৮**

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

অর্থ

বলা হলো: “হে নূহ! আমার পক্ষ থেকে শান্তি নিয়ে এবং তোমার উপর ও তোমার সাথে থাকা দলগুলোর উপর বরকত নিয়ে (নৌকা থেকে) নেমে যাও। আর কিছু দল এমন হবে, যাদের আমি কিছুদিন ভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসবে।”

২১ **সূরা ত্বা-হা : ১২৩**

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

অর্থ

আল্লাহ বললেন: “তোমরা দুজনই এখান থেকে একসাথে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যখন হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াত মেনে চলবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না।”

২২ **সূরা ফুসসিলাত : ৩৯**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

অর্থ

তাঁর নিদর্শনগুলোর একটি হলো, তুমি জমিকে শুকনো ও প্রাণহীন দেখতে পাও; তারপর আমি যখন তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ হয়ে ফুলে ওঠে। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন, তিনিই মৃতদেরও জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২৩ **সূরা সোয়াদ : ৮**

أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۖ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾

অর্থ

(কাফিররা বলে:) “আমাদের সবার মধ্য থেকে কি শুধু তার উপরই উপদেশবাণী নাজিল হলো?” আসলে তারা আমার উপদেশ নিয়েই সন্দেহে আছে; বরং তারা এখনো আমার শাস্তির স্বাদ পায়নি।

২৪ **সূরা ফাতির : ২৭**

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

অর্থ

তুমি কি দেখো না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর আমি তা দিয়ে নানা রঙের ফল উৎপন্ন করি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে নানা রঙের রেখা — সাদা, লাল, আর কোনোটা গাঢ় কালো।

২৫ **সূরা আল-কাসাস : ৮৭**

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

অর্থ

তোমার কাছে আল্লাহর আয়াত নাজিল হওয়ার পর তারা যেন কিছুতেই তোমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। তুমি মানুষকে তোমার রবের দিকে ডাকো, আর কখনো মুশরিকদের দলে যেয়ো না।

২৬ **সূরা আল-মু'মিনুন : ১৮**

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

অর্থ

আমি আকাশ থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করি, তারপর তা মাটিতে জমা করে রাখি। আর আমি তা সরিয়ে নিতেও অবশ্যই সক্ষম।

২৭ **সূরা আল-বাকারা : ৭৪**

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

অর্থ

এরপরও তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল — পাথরের মতো, কিংবা তার চেয়েও বেশি শক্ত। অথচ কিছু পাথর এমন আছে, যা থেকে নদী বের হয়ে আসে; কিছু পাথর ফেটে যায় আর তা থেকে পানি বের হয়; আবার কিছু পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন নন।

২৮ **সূরা আত-তীন : ৫**

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾

অর্থ

তারপর আমি তাকে নামিয়ে দিয়েছি নিচুদের চেয়েও নিচু অবস্থায়।

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।